শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

১০ম সংখ্যা । ২০২১

শ্রীশ্রীমৎ জয়পতাকা স্বামী
গুরুমহারাজের শিষ্যবৃন্দ এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের জন্য

অপ্রাকৃত গুপ্তধন

শ্রীল প্রভুপাদের কাহিনী

এবং নির্দেশাবলীর স্মৃতিচারণ করেছেন

শ্রীশ্রীমদ্ জয়পতাকা স্বামী গুরুমহারাজ

শ্রবণ ও প্রচারকার্যের অবিচ্ছিন্ন আবর্ত

প্রবচন সভায় শ্রবণের অভ্যাসটিকে শ্রীল প্রভুপাদ চর্বণ এবং গলাধঃকরণের সঙ্গে তুলনা করে বোঝাতেন। তার পরে সেটাকে পরিপাক করে নিতে হয়। না হলে, গরুরা যেমন পেটের মধ্যে থেকে চিবানো খাবার উগরে এনে আবার চিবিয়ে চিবিয়ে জাবর কাটতে থাকে, তেমন করেই তা নিয়ে চিন্তা করতে হবে এবং প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে হবে, "এর মানে কি?" "ওটার মানে কি?" "আমি ওটা বুঝতে পারলাম না।" আর, এইভাবে বিষয়বস্তু পরিষ্কারভাবে বোঝা হয়ে গেলে পর, আবার সেটা আত্মসাৎ করতে হবে এবং পুরোপুরি পরিপাক করে ফেলতে হবে। এর পরে, ঠিক যেমন করে গরু দুধ দেয়, যে-দুধ অন্যদের মধ্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে বাছুরকে এবং অন্য সবাইকেই, সেইভাবে বিষয়বস্তু পরিবেশন করতে হবে অন্য সকলের মধ্যে। এই দুগ্ধ খুবই দামী।

ঠিক এইভাবেই শাস্ত্র এবং গুরুর কাছ থেকে যে সমস্ত নির্দেশ-উপদেশ পাওয়া যায়, তা শুনতে পুরোপুরি আত্মগতভাবে রূপান্তরিত হয়ে যাবে এবং দুগ্ধে পরিণত হবে, তখন অন্যদের তা দিতে হবে। তাতেই অবিচ্ছিন্ন আবর্তটি সম্পূর্ণ হবে।

গরু যদি কেবলই খায় আর দুধ না দেয়, তবে তার কীসের প্রয়োজন? ঠিক তেমনই, যে শিষ্য বা ছাত্র শ্রবণ করে আর অন্যদের তা শোনায় না কিংবা সেবার ক্ষেত্রে বাস্তবিক তা কাজে লাগায় না, তার কী মূল্য আছে? তাই পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে, এই জ্ঞান আত্মসাৎ করতে হবে এবং যতদূর সম্ভব বিতরণ করতে হবে, কিংবা অন্ততপক্ষে বাস্তবক্ষেত্রে প্রাত্যহিক কার্যকলাপের মধ্যে তা প্রয়োগ করতে হবে, যাতে একজনের দৃষ্টান্ত অন্যজনের কাছে শিক্ষাপ্রদ হয়ে উঠতে পারে।

শ্রীল প্রভুপাদ বলতেন যে, এই আন্দোলনটি গড়ে উঠেছে সজ্জন সৃষ্টিরই উদ্দেশ্যে—যে-জনগণ বুঝেছেন জীবনের উদ্দেশ্য এবং অর্থ, যে-জনগণ পরম পুরুষ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্যে ভগবৎ-সেবার পরিপূর্ণতা অর্জনের স্তরে অধিষ্ঠিত হতে চান।

প্রকৃত লক্ষ্য

একবার শ্রীল প্রভুপাদ ভক্তদের জিজ্ঞাসা করেন, "গুরুকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমরা শ্রেষ্ঠ কি জিনিসটা তাঁকে দিতে পার?"

অনেক ভক্ত বিভিন্ন উত্তর দিল। আর তখন শ্রীল প্রভুপাদ ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে, গুরু সব চেয়ে খুশি হন, যখন দেখেন যে, ভক্ত কৃষ্ণের প্রতি প্রেম ভক্তিতে অগ্রসর হচ্ছে। সব কিছুর চেয়ে, ঐটাই শ্রীল প্রভুপাদ সব চেয়ে বেশি করে চাইতেন–তাঁর সমস্ত শিষ্যসমূহ আর অনুগামীরা কৃষ্ণের প্রতি প্রেমভক্তি বৃদ্ধি করুক।

কখনও-বা আমরা লক্ষ্য হারিয়ে ফেলি। লক্ষ্যটি হল কৃষ্ণপ্রেম বিকাশ করা। এখন লক্ষ্যটি হয়েছে কত টাকা আমরা সংগ্রহ করতে পারি, বা কতগুলি মন্দির গড়তে পারি, বা অন্য অনেক কিছু। ওগুলি হল এমন সব জিনিস যা আমাদের ভগবদ্ভক্তির ক্ষেত্রে গুরু আর কৃষ্ণকে নিবেদন করে থাকি, এবং ভগবদ্ভক্তির মাধ্যমেই আমরা শুদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম বা শুদ্ধভক্তি অর্জনে আকুলতা পোষণ করি। ভগবৎ-সেবায় যে পরমোৎসাহী হয় স্বভাবতই সে অনেক ফললাভ করে।

মরণোন্মুখ মানুষের সুখ

প্রভুপাদ এক মৃত্যু শয্যাশায়ী মানুষের দৃষ্টান্ত দিয়েছিলেন। লোকটিকে জিজ্ঞাসা কর, সে কেমন আছে, আর সেইদিন যেহেতু তাকে পরিষ্কার জামা কাপড় চাদর সব দেওয়া হয়েছে, তাই সে মনে করে, বেশ চমৎকার হয়েছে, “আজ বেশ ভাল লাগছে।”

এই হল আমাদের অবস্থা। আমরা অবিরাম কষ্ট পাচ্ছি, আর একটা দিন যদি তা একটু কম থাকে, আমরা ভাবি, “আজ বেশ ভাল, খুব সুন্দর সময় কাটছে।”

একটা পিঁপড়ের চেয়ে উন্নত নই

একবার যখন প্রভুপাদ মায়াপুরে বেড়াচ্ছিলেন, তিনি এক ঝাঁক পিঁপড়ে দেখতে পান। আগের দিন রাত্রে যে সব পোকামাকড় কীটপতঙ্গ আলোর বাল্বে ধাক্কা খেয়ে মরে পড়ে ছিল, পিঁপড়েগুলো সেই সমস্ত মরা পাঁকা তুলে নিয়ে যাচ্ছিল। আমরা যখন ওদের দেখছিলাম, তখন ওরা গতরাত্রের কীটপতঙ্গের দেহাবশেষ নিয়ে টানাটানি করেই যাচ্ছিল। প্রভুপাদ পিঁপড়েগুলোর দিকে তাকিয়ে বলেছিলেন, “ঠিক যেমন আমরা এই পিঁপড়ে গুলোকে দেখছি আর ভাবছি কত ক্ষুদ্র নগণ্য এরা, তেমনই এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে মহত্তর বুদ্ধিমত্তাসম্পন্ন আর দীর্ঘ আয়ুসম্পন্ন অন্যান্য জীবসমূহ যাঁরা রয়েছেন, তাঁরাও আমাদের পানে ঐ রকমেরই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে লক্ষ্য করে চলেছেন। তুলনামূলকভাবে বলতে গেলে, তাঁরা আমাদের মনুষ্য জীবনধারাকে পিঁপড়ের জীবনের চালচলনের মতোই বিবেচনা করছেন।”

তথ্য সূত্র: শ্রীগুরু মুখ পদ্মবাক্য, প্রথম সংখ্যা, পৃষ্ঠা: ২৪-২৫

দশ হাজার গুণ বেশি সুকৃতি অর্জন করছো

"একদিন তিনি (শ্রীল প্রভুপাদ) কলকাতায় পাঠ দিচ্ছিলেন এবং ভক্তদের বলেছিলেন, এটা আমার জন্মস্থান শহর এবং তোমরা এখানে রয়েছ, তোমরা অন্য কোথাও অথবা যদি তোমাদের নিজের দেশে ফিরে যেতে তার তুলনায় এখানে থেকে ভক্তিময় কার্য সম্পাদনের জন্য দশ হাজার গুণ বেশি সুকৃতি অর্জন করছো।"

-২৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৮৪, আটলান্টা, আমেরিকা

শ্রীগুরু কথামৃত বিন্দু

জে.পি.এস আর্কাইভস

ফ্ল্যাট এস-১, তৃতীয়তল, প্রভুপাদ নিবাস, অভয়নগর,

পোঃ- শ্রীধাম মায়াপুর, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭৪১৩১৩।

magazine.jpsarchives@gmail.com

+919681916108

www.jayapatakaswamiarchives.net